তারিখ ... 20 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

কালের কণ্ঠ

হারুন-অর-রশিদ ▷

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকট ও উপেক্ষিত মেধা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা। এখানে নিত্যনতুন জ্ঞান সৃষ্টি হওয়ার কথা। এ জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে যেখানে থাকার জন্যই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয় সেখানে নিয়মিত পড়াশোনা ও গবেষণা কিভাবে সম্ভব? কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করায় বা করতে না পারায় অনেক মেধাবী জীবন প্রস্ফুটিত হওয়ার বদলে বিনষ্ট হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা প্রথম যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো তীব্র আবাসন সংকট। রাজধানী ঢাকায় এ সমস্যাটি প্রকট। অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রথমবার ঢাকায় আসে। শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর সময়ই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাকে হলে সংযুক্ত করে নিলেও আসন বরাদ্দ দিতে পারে না। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাড়তি খরচ গোনার ভয়ে নানা প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে কথিত গণরুমে ওঠার মাধ্যমে ওই সংকট লাঘব করতে হয় অনেকটা নিরুপায় হয়েই (প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে এমন কিছু রুম রয়েছে যেখানে মূলত প্রথম বর্ষের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ঢালাও বিছানায় গাদাগাদি করে থাকে, ওই রুমগুলোই গণরুম হিসেবে পরিচিত)। একসঙ্গে ৩৫-৪০ জন ছাত্রের বসবাস (অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাটি আরো বড়)। ভাবছেন বড় হলরুমের মতো রুম! কিন্তু না, আয়তনে বেশি বড় নয়, চারকোনায় চারটি সিঙ্গেল বেড আর চারটি পড়ার টেবিল বসানো যায় এই মাপের রুম। গণরুমের ভেতর ফ্লোর ভর্তি তোশক ছাড়া অন্য কোনো আসবাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাপড়চোপড় ছড়ানো-ছিটানো। পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। রুমে বইপত্র রাখার জায়গা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী এই শিক্ষার্থীদের অনেক সময় গণরুমও জোটে না; তখন রিডিংরুম, খেলার রুম, মসজিদ, বারান্দা, এমনকি ছাদে ঘুমাতে হয়। খোলা আকাশের নিচে ঘুমাতে গিয়ে যখন হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির রাতে ঘুম ভাঙে তখন নিরুপায় এ মেধাবীদের চোখের নোনা পানি আড়াল করতে হয় বৃষ্টির জলে।

ছারপোকা আর মশার যন্ত্রণা, বাথরুমের লম্বা সিরিয়াল আর ক্যান্টিনের নিম্নমানের খাবার গণরুমের বাসিন্দাদের অতিপরিচিত। পুষ্টিকর খাবার নেই, ঘুমানোর পরিবেশ নেই, রিডিংরুমে পর্যাপ্ত সিট নেই; আবার কোথাও রিডিংরুমও নেই, আরো কত প্রতিকূলতা! গণরুমের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ক্যান্টিনের নিম্নমানের খাবারের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে নিরন্তর স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত হতাশায় ভোগে।

ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে একটি দেশের বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত নিজ দেশের জিডিপির ৬ শতাংশ; অথচ আমাদের দেশে এই বরাদ্দ ২ শতাংশের আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। নিম্ন বাজেট বরাদ্দের কারণে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও নিশ্চিত করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পেয়েছে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীই আবাসিক সুবিধাবঞ্চিত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনব্যবস্থার কোনো বাধ্যবাধকতা সরকারের পক্ষ থেকেও রাখা হয়নি। ফলে দেশে ২৪ বছর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধার কথা ভাবেনি কর্তৃপক্ষ। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসিক হল থাকলেও প্রায় ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে আবাসিক সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের নিজেদের মতো করে মেস বা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। রাজধানী ঢাকায় তেমন মানসম্মত মেসের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কয়েকজন মিলে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। সম্প্রতি জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়ার পর বাড়ির মালিকরা শিক্ষার্থী বা ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে অনিচ্ছুক। ফলে বিপাকে পড়েছে অনেক শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বাড়ির মালিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে ক্যাম্পাসের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া নিয়ে হোস্টেল গড়ে তুলতে পারে। বাড়ির মালিকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হবে। রাজনৈতিক জটিলতার কারণে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে হল প্রশাসন মেধার ভিত্তিতে বৈধভাবে শিক্ষার্থীদের আবাসনের সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। হলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিবছর মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সর্বোপরি নতুন হল নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে শিক্ষার্থীরা যেমন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে লেখাপড়া ও গবেষণা করতে পারবে তেমনি অভিভাবকদের কাছেও প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা। এখানে নিত্যনতুন জ্ঞান সৃষ্টি হওয়ার কথা। এ জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে যেখানে থাকার জন্যই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয় সেখানে নিয়মিত পড়াশোনা ও গবেষণা কিভাবে সম্ভব? কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করায় বা করতে না পারায় অনেক মেধাবী জীবন প্রস্ফুটিত হওয়ার বদলে বিনষ্ট হচ্ছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও নিশ্চয়ই অনেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। নবীন এ শিক্ষার্থীদেরও যেন আশা ভঙ্গের হতাশায় ভুগতে না হয় সেটি নিশ্চিত করতে আর কত দেরি?

লেখক : শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা